পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পিএসডি সার্কুলার নং- ০৯/২০২০

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৬ নভেম্বর ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক, সকল মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সকল পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব প্রচলন প্রসঙ্গে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিদ্যমান কাঠামোতে পেমেন্ট গ্রহণের জন্য ব্যাংক বা মোবাইল হিসাব খোলা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য। ফলে সাধারণ গ্রাহকগণ মোবাইল হিসাব ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অর্থ স্থানান্তরে সক্ষম হলেও প্রয়োজনীয় খুচরা কেনাকাটার পরিশোধ মূলতঃ নগদ অর্থে সম্পন্ন হচ্ছে। অপরদিকে, উক্ত ব্যবসায়ী ও সেবা প্রদানকারীগণ-ও সাপ্লাই চেইনের পরিশোধসমূহ প্রধানত নগদ অর্থের মাধ্যমে সম্পন্ন করছেন। অধিকন্তু, ব্যয়বহুল নগদ অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে দক্ষ, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অধিক কার্যকরী স্থিতিশীল "ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আলোচ্য "পেমেন্ট ইকোসিস্টেম" প্রতিষ্ঠার জন্য খুচরা পর্যায়ের লেনদেন ও পরিশোধ ব্যবস্থাকে ডিজিটাল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনয়ন এবং আধুনিকায়ন আবশ্যক। মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপক ব্যবহার, দেশব্যাপি প্রসারিত মোবাইল ও ইন্টারনেট অবকাঠামো, ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা খাতে প্রযুক্তিগত উন্নতি, সার্বজনীন কিউ-আর ও ই-কেওয়াইসি প্রচলনের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট সেবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে একটি সামগ্রিক "ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম" প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে উপর্যুক্ত ব্যবসায়ী ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি কাঙ্ক্ষিত।

এমতাবস্থায়, শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, বিভিন্ন প্রান্তিক পেশায় নিয়োজিত সেবা প্রদানকারীগণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজস্ব তৈরি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত পণ্য বিক্রেতা ও

চলমান পাতা ২ দ্রষ্টব্য

সেবা প্রদানকারীগণের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হিসাব খোলা সহজিকরণের মাধ্যমে তাদের পেমেন্ট গ্রহণ পদ্ধতি-কে ডিজিটাল ও প্রাতিষ্ঠানিক করার উদ্দেশ্যে "ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব" প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিশোধ ব্যবস্থায় এ-ধরনের হিসাবের নিয়মাচার নিম্নরূপ হবে:-

শুধুমাত্র শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, বিভিন্ন প্রান্তিক পেশায় নিয়োজিত পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারী এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজস্ব তৈরি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীগণের পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের বিপরীতে পেমেন্ট গ্রহণের জন্য এবং একই সাথে সাপ্লাই বা ভ্যালু চেইনের ক্রয়মূল্য পরিশোধের জন্য নিম্নোক্ত (ক), (খ) ও (গ) -তে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ণিত নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক এ ধরনের রিটেইল হিসাব খুলতে পারবেন।

(ক) ব্যাংক ও এজেন্ট ব্যাংকিং কর্তৃক ব্যক্তিক চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যক্তিক রিটেইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান

১। বর্ণিত গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে তাদের বিদ্যমান সাধারণ ব্যক্তিক চলতি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ-ধরনের ব্যক্তিক রিটেইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা যাবে বা যাদের ব্যক্তিক চলতি হিসাব নেই, তাদের ক্ষেত্রে ২৩-০২-২০২০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং ০২/২০২০ অনুযায়ী ব্যক্তিক চলতি হিসাব খুলে উপর্যুক্ত রিটেইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে এ হিসাবের জন্য কোন লেনদেন সীমা প্রযোজ্য হবে না;

২। তবে, e-KYC এর মাধ্যমে খোলা ব্যক্তিক চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ০৮-০১-২০২০ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং - ২৫ এর মাধ্যমে জারিকৃত e-KYC নীতিমালায় বর্ণিত নিয়মাবলি ও লেনদেন সীমা কার্যকর হবে। তবে কোন অবস্থাতেই e-KYC এর মাধ্যমে খোলা হিসাবে মাসিক লেনদেন ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) ও এককালীন সর্বোচ্চ স্থিতি ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অতিক্রম করতে পারবে না;

৩। বিদ্যমান ব্যক্তিক চলতি হিসাব বা নতুন ব্যক্তিক চলতি হিসাব খোলার মাধ্যমে এ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের পেশা ও এ-ধরনের হিসাব খোলার যোগ্যতা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ঝুঁকি অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পেশাজীবি সমিতি প্রদত্ত গ্রাহকের পেশার সত্যায়ন গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক ও এজেন্ট ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক নিজস্ব কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে অথবা নিয়োগকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে এ হিসাব খুলতে হবে।

চলমান পাতা ৩ দ্রষ্টব্য

(খ) মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার কর্তৃক ব্যক্তিক রিটেইল এমএফএস হিসাব খোলা

১। বর্ণিত গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ এমএফএস হিসাবের পাশাপাশি একই এনআইডি-এর বিপরীতে নতুন এ হিসাব খোলা যাবে। এ হিসাবের KYC পরিপালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর সাধারণ KYC নীতিমালা অথবা e-KYC সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

২। এ-ধরনের হিসাব সাধারণ এমএফএস এজেন্ট পয়েন্টের মাধ্যমে খোলা যাবে না। এমএফএস প্রোভাইডার কর্তৃক গ্রাহকের পেশা, এ-ধরনের হিসাব খোলার যোগ্যতা এবং গ্রাহকের নিজ এনআইডি-এর বিপরীতে নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বরের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে প্রোভাইডারের নিজস্ব কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে অথবা প্রোভাইডার কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে এ-ধরনের হিসাব খুলতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি অনুসারে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পেশাজীবি সমিতি প্রদত্ত গ্রাহকের পেশার সত্যায়ন গ্রহণ করতে হবে;

৩। এ হিসাবে পেমেন্ট এবং সংযুক্ত নিজ ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ স্থানান্তর ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় (যেমনঃ ক্যাশ-ইন, ফান্ড ট্রান্সফার, অ্যাড মানি ইত্যাদি) অর্থ জমা/গ্রহণ করা যাবে না;

৪। এ হিসাবের লেনদেন সীমা হবে নিম্নরূপ:-

লেনদেনের ধরণ	লেনদেন সীমার ভিত্তি	সংখ্যা (সর্বোচ্চ)	সর্বসাকুল্য পরিমাণ (টাকা)
পেমেন্ট গ্রহণ (পারসন-টু-রিটেইল)	দৈনিক	সীমা প্রযোজ্য নয়	৩০,০০০/-
	মাসিক	সীমা প্রযোজ্য নয়	৫,০০,০০০/-
পেমেন্ট গ্রহণ (রিটেইল-টু-রিটেইল এবং মার্চেন্ট-টু-রিটেইল)	দৈনিক	সীমা প্রযোজ্য নয়	৩০,০০০/-
	মাসিক	সীমা প্রযোজ্য নয়	৩,০০,০০০/-
পেমেন্ট প্রদান (রিটেইল-টু-রিটেইল এবং রিটেইল-টু-মার্চেন্ট)	দৈনিক	২০	৫০,০০০/-
	মাসিক	২০০	৪,৫০,০০০/-
সেন্ডমানি (রিটেইল-টু-পারসন প্রেরণ)	দৈনিক	৫	১০,০০০/-
	মাসিক	৩০	১,০০,০০০/-
ক্যাশ আউট (এমএফএস)	দৈনিক	৫	২০,০০০/-
	মাসিক	৩০	৩,০০,০০০/-
রিটেইল-টু-ব্যাংক একাউন্ট (রিটেইল হিসাবধারীর নিজ ব্যাংক হিসাবে)	দৈনিক	৫	৫০,০০০/-
	মাসিক	৩০	১০,০০,০০০/-

৫। এ হিসাবের এককালীন সর্বোচ্চ স্থিতি হবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)।

চলমান পাতা ৪ দ্রষ্টব্য

(গ) পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক ব্যক্তিক রিটেইল পিএসপি হিসাব খোলা

১। বর্ণিত গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ পিএসপি হিসাব (ই-ওয়ালেট)-কে নতুন এ রিটেইল হিসাবে পরিবর্তন করা যাবে বা একই এনআইডি-এর বিপরীতে নতুন হিসাব খোলা যাবে। এ হিসাবের KYC পরিপালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর ব্যক্তিক হিসাব সংক্রান্ত সাধারণ KYC নীতিমালা অথবা e-KYC সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

২। পিএসপি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহকের পেশা, এ-ধরনের হিসাব খোলার যোগ্যতা এবং গ্রাহকের রেজিস্ট্রিকৃত মোবাইল নম্বরের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিজস্ব কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে অথবা পিএসপি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে এ হিসাব খুলতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি অনুসারে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পেশাজীবি সমিতি প্রদত্ত গ্রাহকের পেশার সত্যায়ন গ্রহণ করতে হবে;

৩। এ হিসাবের লেনদেনের ক্ষেত্রে এ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পিএসপি (ই-ওয়ালেট) হিসাবের জন্য নির্ধারিত লেনদেন সীমা কার্যকর থাকবে। তবে কোনভাবেই কোন ধরনের লেনদেন মাসিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) অতিক্রম করবে না এবং যে কোন সময়ে এককালীন সর্বোচ্চ স্থিতি ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) অতিক্রম করবে না।

উপর্যুক্ত (ক), (খ) ও (গ)-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত গ্রাহকগণ একইসাথে ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব ও মার্চেন্ট হিসাব চালু রাখতে পারবেন না।

উপর্যুক্ত ব্যাংক, এমএফএস প্রোভাইডার ও পিএসপি-সমূহ গ্রাহকের এ-ধরনের হিসাব হতে যে কোন প্রক্রিয়ায় অর্থ বিকলনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (টু-এফ-এ) চালু করতে হবে।

উপর্যুক্ত নির্দেশাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মেজবাউল হক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০১৭৪
ই-মেইল: mezbaul.haque@bb.org.bd